যায়যায়দিন

তারিখ NOV 04 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

দেশের প্রাইমারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর বেহাল অবস্থা

শফিক ইসলাম

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনে প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই) কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। পিটিআই প্রতিষ্ঠানেরও এখন বেহাল অবস্থা। অবকাঠামোগত সমস্যা, জনবলের অভাব, দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি ও গতানুগতিক প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের ফলে পিটিআই থেকে শিক্ষকদের নেয়া প্রশিক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো কাজে লাগছে না। আর দেশে প্রায় তিন লাখ প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য মাত্র ৫৪টি পিটিআই রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

সূত্র জানায়, পিটিআইগুলোতে বাস্তব কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে। গতানুগতিকভাবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন শিক্ষকরা। বাস্তব ক্ষেত্রে একটি ক্লাস কিভাবে চালাতে হবে, সে ধারণা শিক্ষকরা পিটিআই প্রশিক্ষণ থেকে পাচ্ছেন না।

শিক্ষক ও কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দু'ধরনের শিক্ষক-শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। একটি দশ মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) নামে সাধারণ প্রশিক্ষণ কোর্স। অন্যটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, যা সাধারণত এনজিও কর্মীরা করে। সেই সঙ্গে সব শিক্ষকই একটি বেসিক প্রফেশনাল ট্রেনিং নিয়ে থাকেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পিটিআইগুলোতে বেশির ভাগ প্রশিক্ষকই মাস্টার্স ইন এডুকেশন (এমএড) বা ব্যাচেলর ইন এডুকেশন (বিএড) সমমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ওপর তাদের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। শিক্ষকের তুলনায় প্রশিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। ৭০ জন শিক্ষকের বিপরীতে একজন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। এছাড়াও অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রশিক্ষকদের। একজন প্রশিক্ষককে সপ্তাহে ১৭টি ক্লাস নিতে হয়। বহুক্ষণ ধরে ক্লাস নেয়ার ফলে প্রশিক্ষকরা অতিরিক্ত চাপের কারণে যেমন মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ দিতে পারছেন না। তেমনি প্রশিক্ষণ নেয়া শিক্ষকরাও কোনো বিষয় ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না।

পিটিআই প্রশিক্ষণ ছাড়াও শিক্ষকদের জন্য সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং নামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হয়। বর্তমানে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের নামে উপজেলা সহকারী নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে একত্রিত হয়ে স্কুলের টাকায় ভূরিভোজ করে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

> বহুক্ষণ ধরে ক্লাস নেয়ার ফলে প্রশিক্ষকরা অতিরিক্ত চাপের কারণে যেমন মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ দিতে পারছেন না। তেমনি প্রশিক্ষণ নেয়া শিক্ষকরাও কোনো বিষয় ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, একবার চাকরির শুরুতে পিটিআই থেকে ট্রেনিং নিয়ে পরে আর কোনো কার্যকর ট্রেনিং না পাওয়ায় মেধাবী শিক্ষকরাও ক্লাস পরিচালনার দক্ষতা হারিয়ে ফেলছেন। যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারছে না।

অন্যদিকে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো সরকারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও জনবল সুবিধাও নেই। দেশের প্রায় ৪০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ লাখ শিক্ষকের বিপরীতে বছরে প্রায় পৌনে দু'কোটি শিক্ষার্থী শিক্ষা নিচ্ছে। আর সারা বছরে দেশের সবকটি পিটিআই থেকে মাত্র ছয় হাজার শিক্ষককে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ঢাকা শহরে বিপুল সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও কোনো প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট নেই।

ইন্সটিটিউটের সার্বিক সমস্যার বিষয়ে জানতে চাইলে মানিকগঞ্জ প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সুপারিনটেনডেন্ট খোরশেদা বেগম যায়যায়দিনকে বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা শিক্ষার কোনো চাহিদা পূরণ করতে পারছি না। তবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। ট্রেনিংয়ের ওপর স্কুলের শিক্ষার মান নির্ভর করে না। আর শিক্ষকদের পুরোপুরি ট্রেনিং দিলেও তাদের মোটিভেশন ঠিক না থাকলে তারা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিক্ষা দিতে পারবেন না। শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ জন্য আরো জনবল প্রয়োজন। এ চাহিদা মেটাতে পারলে